

আল-মসিহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ৪

(১)তিনি আবার গালিল লেকের ধারে লোকদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। তাঁর চারদিকে অনেক লোকের ভিড় হলো। সেজন্য তিনি লেকে ভাসমান একটি নৌকায় উঠে বসলেন আর লোকেরা পাড়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

(২)তিনি দৃষ্টান্তের মধ্যদিয়ে অনেক বিষয়ে তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। তিনি তাঁর শিক্ষায় বললেন, (৩)“কোনো এক চাষী বীজ বুনতে গেলো। (৪)বীজ বোনার সময় কতকগুলো বীজ পথের পাশে পড়লো আর পাখিরা এসে তা খেয়ে ফেললো। (৫)কতকগুলো বীজ পাথুরে জমিতে পড়লো। সেখানে বেশি মাটি ছিলো না। মাটি গভীর ছিলো না বলে তাড়াতাড়ি চারা গজিয়ে উঠলো। (৬)সূর্য ওঠার পর সেগুলো পুড়ে গেলো এবং শেকড় ভালো করে বসেনি বলে শুকিয়ে গেলো। (৭)কতকগুলো বীজ কাঁটাবনের মধ্যে পড়লো। কাঁটাগাছ বেড়ে উঠে চারাগুলো চেপে রাখলো। সেজন্য তাতে ফল ধরলো না। (৮)অন্যগুলো ভালো জমিতে পড়লো এবং চারা গজিয়ে বেড়ে উঠলো ও ফল দিলো- কোনোটিতে তিরিশ গুণ, কোনোটিতে ষাট গুণ আবার কোনোটিতে একশো গুণ।” (৯)অতঃপর তিনি বললেন, “যার শোনার কান আছে, সে শুনুক।”

(১০)যখন তিনি একা ছিলেন, তখন সেই বারোজনের সাথে তাঁর চারপাশের লোকেরা তাঁর কাছে এই দৃষ্টান্ত সম্পর্কে জানতে চাইলেন।

(১১)তিনি তাদের বললেন, “আল্লাহর রাজ্যের গোপন সত্য তোমাদেরই জানতে দেয়া হয়েছে কিন্তু বাইরের লোকদের কাছে দৃষ্টান্তের মধ্যদিয়ে সমস্ত কথা বলা হয়; (১২)এজন্য যে, ‘যেনো তারা তাকিয়েও দেখতে না পায় এবং শুনতে বুঝতে না পারে; তা না হলে হয়তো তারা আল্লাহর দিকে ফিরবে এবং ক্ষমা পাবে।”

(১৩)তিনি তাদের আরো বললেন, “তোমরা কি এই দৃষ্টান্তের মানে বুঝলে না? তাহলে কেমন করে অন্য সমস্ত দৃষ্টান্তের মানে বুঝবে? (১৪)চাষী কালাম বোনে। (১৫)পথের পাশে পড়া বীজের মধ্যদিয়ে তাদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে, যারা সেই কালাম শোনে কিন্তু শয়তান তখনই এসে তাদের অন্তরে যে-কালাম বোনা হয়েছিলো তা নিয়ে যায়। (১৬)পাথুরে জমিতে পড়া বীজের মধ্যদিয়ে তাদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে, যারা সেই কালাম শুনে তখনই আনন্দের সাথে গ্রহণ করে। (১৭)কিন্তু তাদের মধ্যে শেকড় ভালো করে বসে না বলে অল্পদিনের জন্য তারা স্থির থাকে। পরে কালামের জন্য যখন কষ্ট এবং অত্যাচার আসে, তখনই তারা পিছিয়ে যায়। (১৮)কাঁটাবনের মধ্যে পড়া বীজের মধ্যদিয়ে তাদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে, যারা সেই কালাম শোনে (১৯)কিন্তু সংসারের চিন্তা-ভাবনা, ধন-সম্পত্তির মায়া এবং অন্যান্য জিনিসের লোভ এসে সেই কালামকে চেপে রাখে, সেজন্য তাতে কোনো ফল ধরে না। (২০)আর ভালো জমিতে বোনা বীজের মধ্যদিয়ে তাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যারা সেই কালাম শোনে ও গ্রহণ করে এবং ফল দেয়- কোনোটি দেয় তিরিশ গুণ, কোনোটি দেয় ষাট গুণ আবার কোনোটি দেয় একশো গুণ।”

(২১)তিনি তাদের বললেন, “কেউ কি বাতি নিয়ে ঝুড়ি বা খাটের নিচে রাখে? সে কি তা বাতিদানির ওপর রাখে না? (২২)কোনো জিনিস যদি লুকোনো থাকে, তাহলে তা প্রকাশিত হবার জন্যই; আবার কোনো জিনিস যদি ঢাকা থাকে, তাহলে তা খোলার জন্যই। (২৩)যার শোনার কান আছে, সে শুনুক।” (২৪)তিনি তাদের আরো বললেন, “তোমরা যা শুনছো, সে-বিষয়ে মনোযোগ দাও। তোমরা যেভাবে মেপে দাও, তোমাদের জন্য সেভাবেই মাপা হবে; এমনকি বেশি করেই মাপা হবে। (২৫)যার আছে, তাকে আরো দেয়া হবে; কিন্তু যার নেই, তার যা আছে, তাও তার কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হবে।”

(২৬)তিনি আরো বললেন, “আল্লাহর রাজ্য এরকম- এক লোক জমিতে বীজ বুনলো। (২৭)পরে সে রাতদিন ঘুমোলো ও জাগলো। এর মধ্যে সেই বীজ থেকে চারা গজিয়ে বড়ো হলো। কীভাবে হলো তা সে জানলো না। (২৮)জমি নিজে নিজেই ফল জন্মালো- প্রথমে চারা, পরে শিষ এবং শিষের মাথায় পরিপূর্ণ দানা। (২৯)কিন্তু ফসল পাকলেই সে কাস্তে লাগালো, কারণ ফসল কাটার সময় হয়েছে।”

(৩০)তিনি আরো বললেন, “কীসের সাথে আমরা আল্লাহর রাজ্যের তুলনা করবো? বা কোন দৃষ্টান্তের মধ্যদিয়ে তা বোঝাবো? (৩১)এটি একটি সরিষার মতো; জমিতে বোনার সময় দেখা যায় যে, তা পৃথিবীর সমস্ত বীজের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো।

(৩২)কিন্তু বোনার পরে যখন গজায় ও বেড়ে ওঠে, তখন সমস্ত শাক-সবজির মধ্যে ওটা সবচেয়ে বড়ো হয়। আর এমন বড়ো বড়ো ডাল বের হয় যে, পাখিরাও তার ছায়ায় বাসা বাঁধে।”

(৩৩)তাদের শোনার শক্তি অনুসারে এরকম আরো অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যদিয়ে তিনি তাদের কাছে কালাম বলতেন। (৩৪)দৃষ্টান্ত ছাড়া তিনি তাদের সাথে কথা বলতেন না কিন্তু হাওয়ারিরা যখন তাঁর সাথে একা থাকতেন, তখন তিনি সবকিছু তাদের বুঝিয়ে দিতেন।

(৩৫)ওই দিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি তাদের বললেন, “চলো, আমরা লেকের ওপারে যাই।” (৩৬)এবং তারা লোকদের ছেড়ে, তিনি যে-নৌকায় ছিলেন, সেই নৌকায় করে, তাঁকে নিয়ে চললেন। (৩৭)অবশ্য তাদের সাথে আরো নৌকা ছিলো। তখন একটি ভীষণ ঝড় উঠলো এবং ঢেউগুলো নৌকার ওপর এমনভাবে আছড়ে পড়লো যে, নৌকা পানিতে ভরে উঠতে লাগলো। (৩৮)কিন্তু তিনি নৌকার পেছন দিকে একটি বালিশের ওপর মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিলেন। তারা তাঁকে জাগিয়ে বললেন, “হুজুর, আমরা যে মারা পড়ছি, সেদিকে কি আপনার খেয়াল নেই?” (৩৯)তিনি উঠে বাতাসকে ধমক দিলেন এবং লেকের পানিকে বললেন, “থামো, শান্ত হও!” তাতে বাতাস থেমে গেলো ও সবকিছু খুব শান্ত হয়ে গেলো। (৪০)তিনি তাদের বললেন, “তোমরা কেনো ভয় পাও? এখনো কি তোমাদের ইমান নেই?” (৪১)এতে তারা ভীষণ ভয় পেলেন এবং নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, “ইনি কে যে, বাতাস এবং লেকও তাঁর কথা মানে?””